বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনাই সংকট উত্তরণের পথ

ড. আবদুল খালেক

প্রকাশিত: ২০:৫২, ২৭ জুলাই ২০২৪

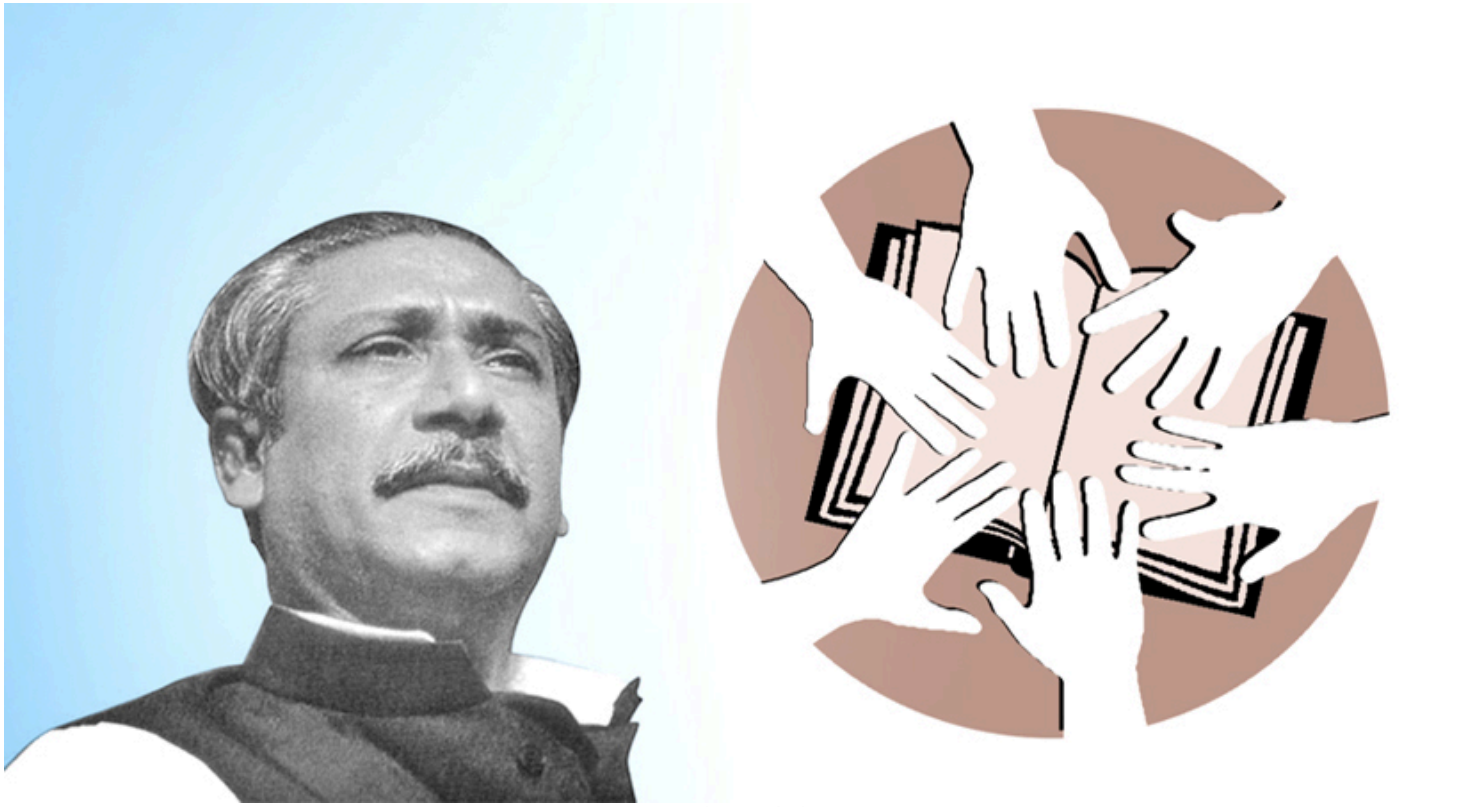

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনাই সংকট উত্তরণের পথ

বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ৯০ ভাগ শিক্ষার্থী হতে চায় চাকরিজীবী। অবশিষ্ট ১০ ভাগের মধ্যে কেউ ব্যবসাজীবী, কেউ রাজনীতিজীবী বা অন্যান্যভাবে জীবিকা অর্জন করতে চায়। দেশে চাকরির ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে না পারলে শিক্ষার্থীদের অস্থিরতা থামানো কঠিন হবে। কোটা সংস্কার আন্দোলন যেহেতু সরকারি চাকরির সঙ্গে সম্পৃক্ত, সে কারণেই কোটা সংস্কার আন্দোলন সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে এতটা গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বাস্তবতার নিরিখে সমস্যাগুলোর সমাধান করতে না পারলে এসব অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলতেই থাকবে। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনাই আমাদের পথ দেখাতে পারে

কালজয়ী সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের একটি অসাধারণ উক্তি আছে ‘পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছো’। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশে যে ধরনের অগ্নিসন্ত্রাস, ধ্বংসযজ্ঞ এবং প্রাণহানি ঘটে গেল বাংলাদেশের ইতিহাসে তা এক কলঙ্ক তিলক হয়ে থাকবে। আমরা মাঝে মাঝে বলে থাকি, দেশের তরুণ শিক্ষার্থীরাই জাতির ভবিষ্যৎ। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের একটি ন্যায়সঙ্গত দাবিকে মোকাবিলা করতে গিয়ে দেশজুড়ে এমন সব অপ্রীতিকর, অবাঞ্ছিত ঘটনার উদ্ভব হলো, যা দেখে মনে হতেই পারে আমরা সবাই পথ হারিয়ে ফেলেছি। এখন জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সঠিক পথের সন্ধান অপরিহার্য।

বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অনন্য অবদান রয়েছে এ কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা অধ্যয়ন করেন তারা বয়সে তরুণ। তারুণ্যের একটা বৈশিষ্ট্য হলো তারা মুক্তবুদ্ধির চর্চা করতে ভালোবাসে। তারা কিছুটা বন্ধনমুক্ত থাকতে চায়। তুলনামূলক বিচারে সরকারবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র সমাজের সাফল্য বেশি। প্রসঙ্গক্রমে কিছু উদাহরণ এখানে তুলে ধরা যায়।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হয়ে যখন পাকিস্তান নামের নতুন একটি রষ্ট্রের জন্ম হয়, রাষ্ট্রটির শাসনভার গ্রহণ করে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পঁচিশ বছরের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, দেশের বৃহত্তর ছাত্র সমাজ সব সময় সরকারবিরোধী আন্দোলনে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষে খুব কম সংখ্যক ছাত্রই থেকেছে। দেশের মানুষের কাছে তাদের কোনোরকম গ্রহণযোগ্যতা ছিল না।

১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় এসে যখন উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করেন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রদের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। সাধারণ ছাত্রদের নেতৃত্ব দেন তৎকালীন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। এরপর ১৯৪৮ সালে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং পরবর্তীতে মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের জন্মের পর দেশের ছাত্ররাজনীতি মোটামুটি তিনটি ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে।

তিনটি ধারা হলো- ১. মুসলিম লীগ তথা সরকার সমর্থিত এন এস এফ, ২. আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ, ৩. বাম রাজনৈতিক দল সমর্থিত ছাত্র ইউনিয়ন। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ, ১৯৫৮ সাল থেকে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ১১ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের পতন ঘটানো, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে শেখ মুজিবকে মুক্তকরণ, শেখ মুজিবকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিতকরণ, বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ- সবকিছুতেই রয়েছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এবং ছাত্র

ইউনিয়নের অসাধারণ অর্জন। লক্ষ্য করার বিষয় সব অর্জন এসেছে সরকারবিরোধী আন্দোলনের হাত ধরে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে যখন বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন, নানা কারণে দেশে তখন মারাত্মক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। তৎকালীন ছাত্রলীগের কাছ থেকে যে গঠনমূলক সহযোগিতা বঙ্গবন্ধু প্রত্যাশা করেছিলেন তা তিনি পাননি। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা নিজেরাই মারামারি-খুনোখুনিতে লিপ্ত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের ৭ খুনের ঘটনা কারও অজানা নয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধুর চার খলিফাখ্যাত ছাত্রলীগ নেতা আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ প্রমুখ কী ভয়ংকর বিভেদ সৃষ্টি করেছিলেন দেশবাসী তা দেখেছেন। ছাত্রলীগের অপরিণামদর্শী কর্মকা-ের করুণ পরিণতি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনা, এমন অভিযোগ কেউ করতেই পারেন।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে জেনারেল জিয়া বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতকে কব্জায় নেওয়ার পর ছাত্রদল গঠন করেন। ছাত্রদল গঠনের মাধ্যমে জেনারেল জিয়াউর রহমান ছাত্রদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি ছাত্রনেতাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি। তাতে ফল ভালো হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১৯৮১ সালে জেনারেল জিয়াকে সেনাবাহিনীর হাতে জীবন দিতে হয়েছে।

জেনারেল জিয়ার মৃত্যুর কিছু আগেই ভারতে নির্বাসিত জীবন শেষ করে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সরকারবিরোধী আন্দোলনে তিনি আওয়ামী লীগ এবং

ছাত্রলীগকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। এরশাদ সরকার, খালেদা জিয়া সরকার এবং আধাসামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার হটানোর আন্দোলনে ছাত্রলীগ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে।

২০০৮ সাল থেকে শুরু করে ২০২৪ সাল দীর্ঘ ১৫/১৬ বছর ধরে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। এই দীর্ঘ সময়ে শেখ হাসিনা তথা আওয়ামী লীগের অসাধারণ অর্জন রয়েছে। কিন্তু ছাত্রলীগের ভালো কোনো অর্জন চোখে পড়ে না, পত্র-পত্রিকা খুললেই তা উপলব্ধি করা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ে বরং সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে কিছু সাফল্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন- যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসি রহিতকরণের রায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন, নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলন, সর্বশেষ কোটা সংস্কার আন্দোলন ইত্যাদি।

তবে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে ধরনের অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে দেশ এবং জাতির স্বার্থে তার সমাধান অত্যন্ত জরুরি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষাভাবনার দিকে দৃষ্টি দিলেই সমস্যার সমাধান মিলতে পারে।

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি বাজেট বরাদ্দ দিয়েছিলেন। শিক্ষকদের তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনি যেটুকু সময় পেয়েছিলেন, তাঁর সময় শিক্ষাবিদ ছাড়া অন্য কেউ শিক্ষামন্ত্রী হতে পারেননি। এমনকি শিক্ষাবিদ ছাড়া শিক্ষা সচিবও তিনি কাউকে করেননি। অথচ বর্তমান আওয়ামী লীগের প্রায় ২০ বছরের শাসনকালে দেশবরেণ্য কোনো খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ শিক্ষামন্ত্রী হতে পারেননি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক, মুক্তচিন্তার অধিকারী অধ্যাপক আবুল ফজল মহোদয়কে। শিক্ষার্থীরা সবেমাত্র মুক্তিযুদ্ধ শেষ করে শিক্ষাঙ্গনে ফিরে এসেছে। লেখাপড়ায় তাদের নানারকম বিঘœ ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে বিএ পরীক্ষার ফল খুব খারাপ হয়ে যায়। সম্ভবত পাসের হার ছিল ৩ শতাংশ। ছাত্রদের আন্দোলন শুরু হয় তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক আবুল ফজলের বিরুদ্ধে। তাঁর অপসারণ দাবি করা হয়। বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক আবুল ফজলের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও সমর্থন জ্ঞাপন করেন। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন থেমে যায়। এসব ঘটনা প্রমাণ করে শিক্ষকদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর শ্রদ্ধা কতটা গভীর ও আন্তরিক ছিল।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালের গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ আদায়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্দোলন করতে হয়েছিল। আমি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির তরুণ সদস্য, শিক্ষক সমিতির সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক খন্দকার মনোয়ার হোসেন। শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসেছেন। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে উপনীত হয়েছেন। মোটেও সময়ক্ষেপণ করেননি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর সারাজীবনের আন্দোলনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি একটি গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে দেশ শান্ত থাকবে। শিক্ষকদের পক্ষ থেকে দাবি ওঠার পরপরই বঙ্গবন্ধু ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ ১৯৭৩ প্রবর্তন করেন।

পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পেনশন সংক্রান্ত দাবি-দাওয়া এবং আন্দোলনের বিষয়টি তুলে ধরা যায়। পেনশন সংক্রান্ত দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আন্দোলন ছিল ঐক্যবদ্ধ। শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে সময়মতো যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। শিক্ষকদের কর্মবিরতির এই আন্দোলনকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগিয়েছে কোটাবিরোধী আন্দোলনরত শিক্ষার্থীগণ। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ক্লাস চালু থাকত, পরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত থাকত, শিক্ষার্থীদের আন্দোলন কোনোক্রমেই দানা বেঁধে উঠতে পারত না। দুঃখজনক হলেও সত্য, শিক্ষকদের আন্দোলনই মূলত শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে বেগবান করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন ছড়িয়ে গেছে দেশজুড়ে। অতি দ্রুত এর সমাধান বাঞ্ছনীয়। সমস্যার সাময়িক এবং দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের বিষয় নিয়ে আমাদের কিছু পরামর্শ আছে।

সাময়িক সমাধানের পথ

১.এ মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে সরকারের সংলাপ অতি জরুরি। সংলাপের মাধ্যমে একটি সম্মানজনক সমাধান বাঞ্ছনীয়।

২. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যেহেতু এ মুহূর্তে কোনো ছাত্র সংসদ নেই, আন্দোলনরত সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি এবং আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী শিক্ষার্থীদের বাবা/মা/অভিভাবকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

সমস্যা সমাধানের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা

সমস্যা সমাধানের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ অপরিহার্য। সমস্যা সমাধানের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। যেমনÑ

১. ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত ১৯৭৩ গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশকে শতভাগ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। আংশিক বাস্তবায়ন ফলপ্রসূ হবে না। কেউ হয়তো বলবেন ১৯৭৩ অধ্যাদেশ দ্বারাই ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। কথাটি আংশিক সত্য।

২.১৯৭৩ অধ্যাদেশ বাস্তবায়ন করতে পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ এবং ছাত্র সংসদ নিয়ে আন্দোলনকারীদের যে সমস্ত দাবি-দাওয়া আছে তা পূরণ হয়ে যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ৯০ ভাগ শিক্ষার্থী হতে চায় চাকরিজীবী। অবশিষ্ট ১০ ভাগের মধ্যে কেউ ব্যবসাজীবী, কেউ রাজনীতিজীবী বা অন্যান্যভাবে জীবিকা অর্জন করতে চায়।

দেশে চাকরির ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে না পারলে শিক্ষার্থীদের অস্থিরতা থামানো কঠিন হবে। কোটা সংস্কার আন্দোলন যেহেতু সরকারি চাকরির সঙ্গে সম্পৃক্ত, সে কারণেই কোটা সংস্কার আন্দোলন সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে এতটা গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বাস্তবতার নিরিখে সমস্যাগুলোর সমাধান করতে না পারলে এসব অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলতেই থাকবে। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনাই আমাদের পথ দেখাতে পারে।

লেখক : সাবেক উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়